চুয়াডাঙ্গা জেলায় আবারো সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড

চুয়াডাঙ্গায় আবারো দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গায় রবিবার দুপুর ৩টায় ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে, এটিই দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং যা চলতি মৌসুমে চুয়াডাঙ্গার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

গতকাল শনিবারও দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল এ জেলায়, যা ছিল ৩৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকালের তুলনায় বেড়েছে তাপমাত্রার পারদ। এতে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।

তীব্র গরম ও রোজার কারণে অনেকেই বিশ্রাম নিচ্ছেন, কেউ কেউ ঘর থেকেও বের হয়নি। রাস্তাঘাটও রয়েছে তুলনামূলক ফাঁকা।

চুয়াডাঙ্গার আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, গত তিনদিন ধরে চুয়াডাঙ্গার ওপর দিয়ে মাঝারি থেকে তীব্র ধরনের তাপদাহ বয়ে যাচ্ছে। দিনে তাপমাত্রা বাড়ছে। আরও কিছুদিন এমন পরিস্থিতি বিরাজ করবে বলে জানান তিনি।

ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ৩য় পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং, ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

রবিবার বিকালে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে ইফতার মাহফিলের আগে প্রেস বিফিং এর আয়োজন করা হয়।

উক্ত ব্রিফিং এ মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবে সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, সহ সভাপতি শাকিল রেজা, সাধারন সম্পাদক শেখ শফিউদ্দীন, যুগ্ম সম্পাদক সোহাগ মন্ডল, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান সহ মুজিবনগরের কর্মরত সংবাদকর্মিরা।

প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ৩য় পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম উপলক্ষে আমরা ১১ পরিবার খুজে বের করেছি।

আগামী ২৬ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করবেন।

ঝিনাইদহে ভুমি ও গৃহহীনদের জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং

মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের (৩য় পর্যায়) শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ঝিনাইদহে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকাল ৩টায় জেলা প্রশাসক মনিরা বেগমের সভাপতিত্বে¡ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস ব্রিফিং এ জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম বলেন, আগামী ২৬এপ্রিল ভিডিও কনফারেন্সে মাধ্যমে সারাদেশের ন্যয় ঝিনাইদহ জেলার ৩৬৬ জন ভুমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমিসহ ঘর হস্তান্তর উদ্বোধন করবেন।

এটা তৃতীয় পর্যায়ের বরাদ্দ। এপর্যন্ত জেলায় মোট ১৩৭৯ ঘর বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪০৭, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৯৮ এবং তৃতীয় পর্যায়ের ৬৭৩টি ঘরের মধ্যে ৩৬৬টি ঘর আগামী ২৬ এপ্রিল বিতরণ সম্পন্ন হবে।

এই তারিখে ঝিনাইদহ সদরে ১৬০টি, শৈলকূপায় ২৮টি, হরিনাকুণ্ডু ২৬টি, কালীগঞ্জ ৭৫টি, কোটচাঁদপুর ২৩টি এবং মহেশপুরে ৫৪টি ঘরের কাজ সম্পন্ন করে তা ঈদ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে গৃহহীন পরিবারের মাঝে প্রদান করা হবে। গত পর্যায়ের চেয়ে এবার ঘরের মান অনেক ভাল।

এবার প্রতিটি ঘরের নির্মাণ ব্যয় ২লাখ ৫৯হাজার ৫’শত নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমি ও গৃহ প্রদান উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং

মুজিববর্ষ উপলক্ষে তৃতীয় পর্যায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং করেছে উপজেলা প্রশাসন। রবিবার উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার দুপুরে অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রনি আলম নূর জানান, বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দেশের সকল জেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ঘর পাচ্ছেন আরও ৮০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সরকারি খাস জমিতে তাদের জন্য আধাপাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।

৮০ টি ঘরের মধ্যে ১৭ টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রতিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য দুই রুম বিশিষ্ট রান্নাঘর ও বাথরুমের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

এরআগে প্রথম পর্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘর উপকারভোগীদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়। আগামি ২৬ শে এপ্রিল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশে একযোগে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তরের উদ্বোধন করবেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক ইমন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি আব্দুর রশিদ, বীরমুক্তিযোদ্ধা নুর মোহাম্মদ জকু, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম প্রমূখ।

মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির ইফতার বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির উদ্যোগে পথচারী ও রিকশা চালকদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এ ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান উপস্থিত থেকে নিজ হাতে এসকল ইফতারি সামগ্রী বিতরণ করেন।

এছাড়াও এ সময় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন, মাওলানা সানোয়ার হোসেন, মাওলানা নাসির উদ্দিন, মাওলানা আব্দুর বারী, আমানুল্লাহ, আব্দুল ওহাব, মাওলানা সহ অন্যান্য ইমাম গণ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঈদ মার্কেট করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রথম স্ত্রীর সাথে ঝগড়া। স্বামীর বিষপান

দ্বিতীয় স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ঈদ মার্কেট। মেনে নিতে পারিনি প্রথম স্ত্রী। তাই প্রথম স্ত্রীর সাথে শুরু হয় ঝগড়া বিবাদ। প্রথম স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার জের ধরে আব্দুল মজিদ ওরফে সমেজ আলী (৪৫) বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন।

আব্দুল মজিদ গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার আবু মুসার ছেলে। রোববার সকাল ১০ টার দিকে নিজ বাড়িতে বিষপান করেন তিনি।

আব্দুল মজিদের ছেলে পারভেজ হোসেন (১২) জানান, আমার বাবা আমাদের দুই ভাই বোনের জন্য ঈদের বাজার করে দেননি। কিন্তু সে আমার ছোট মা মাহিরন নেছাকে নিয়ে গতকাল শনিবার বিকালে ঈদের মার্কেট করতে যান।

এ কারণে আমার মায়ের সাথে বাবার ঝগড়া হয়। ঝগড়ার জের ধরে সন্ধ্যার দিকে আমার মা জোছনা খাতুনকে (প্রথম স্ত্রী) মারধর করে। আজ সকালের দিকে আবারও ঝগড়া হয় তাদের। এঘটনার জের ধরে বিষপান করে বাবা।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: এমকে রেজা জানান, আব্দুল মজিদের বিষ উত্তোলন করা হয়েছে। তার

চিকিৎসা চলছে।

আব্দুল মজিদের ছেলে পারভেজ আরো জানায় আমরা দুই ভাই বোন থাকার পরেও আমার পিতা প্রতিবেশী ৩ সন্তানের জননী মাহিরন নেছাকে পরোকীয়া করে দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

বাবা কসাইয়ের যোগালি কাজ করে যে টাকা পয়সা আয় করেন তাতে আমাদের সংসার ভাল করে চলেনা। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই আমাদের সংসারের অভাব অনটন নেমে এসেছে।

মেহেরপুরে ভুমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ৩য় পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ব্রিফিং এ সভাপতিত্ব¡ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন।

প্রেস ব্রিফিং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, আগামী ২৬ এপ্রিল ভিডিও কনফারেন্সে মাধ্যমে সারাদেশের ন্যয় মেহেরপুরে জেলার ৪০ জন ভুমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমিসহ ঘর হস্তান্তর উদ্বোধন করবেন। এটা তৃতীয় পর্যায়ের বরাদ্দ।

এর আগে সদর উপজেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৮ জনকে ঘর প্রদান করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে ৪০ জনকে আগামী ২৬ এপ্রিল ঘর বিতরণ

করা হবে।

এসময় সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদ, বিটিভি জেলা প্রতিনিধি আল আমিন, মেহেরপুর নিউজের সিনিয়র সাংবাদিক মিজানুর রহমান, ভোরের কাগজ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মর্তুজা ফারুক রুপক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ঈদের কেনা কাটায় তরুণ তরুণীদের ভীড়

আর কদিন পরেই মুসলিম উম্মার সবচেয়ে খুশি ও আনন্দের উৎসব ঈদুল ফিতর। এদিনটি পালনের জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কেনা কাটায়। বছরের অন্যান্য দিনগুলিতে তেমন কিছুৃ কেনা হয় না।

তবে উৎসবকে ঘিরে সকলেই কোন না কোন পোশাক কিনে থাকেন। আর পোশাক কেনার জন্য সকলেই ভীড় জমাচ্ছে বিভিন্ন বিপনি বিতান গুলোতে। বেচা বিক্রিও বেড়েছে। তবে তরুণীদের পছন্দ কাঁচা বাদাম আর পুষ্পা।

এবারে সোস্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হওয়া ভুবন বাদ্যকরের কাঁচা বাদাম ও ইন্ডিয়ান সিরিয়ালের নায়িকা পুষ্পার নামেই এ পোশাক। তবে প্রশাসনিক নজরদারী না থাকায় এবং তরুণ তরুণীদের ভীড় দেখে অতিরিক্ত দাম হাঁকছেন দোকানীরা।

গাংনীর সাদ্দাম ফ্যাশনের স্বত্তাধিকারী জানান, এবারকার ঈদের বাজারে যে পোশাকটির চাহিদা আছে সেটি হচ্ছে কাঁচা বাদাম আর পুষ্পা। বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকায়।

তাছাড়া বিভিন্ন বয়সী নারীদেরও পছন্দের তালিকায় আছে সালোয়ার কামিজ। ঋতু অনুযায়ী আরামদায়ক আর সময়ের বিবেচনায় আধুনিক নকশার সালোয়ার-কামিজ তাদের পছন্দ। লম্বা কামিজের সঙ্গে চুড়িদার পায়জামা, মাঝামাঝি কামিজের সঙ্গে চোস্ত পায়জামা এবং ছোট কামিজের সঙ্গে ঢোলা পায়জামা হালের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে

লম্বা কামিজই খুঁজে নিচ্ছেন অনেক তরুণী।

এসএসম প্লাজার তুহিন ফ্যাশনের স্বত্ত্বাধিকারী ইনামুল হক জানান, এ বছর নতুন আসা সালোয়ার-কামিজগুলোর মধ্যে আরো আছে- ছানছান, নিধি, মানভি, মালালা, বীরজারা, ক্যাটরিনা-টু, লিসা স্টাইলসহ বাহারি নামের পোশাক। কাজ ভেদে এসব পোশাকের দাম পড়ছে আড়াই হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা।

আরো বেশি দামের পোশাকও আছে। ভারতীয় কাপড়ে জরি, সুতা, পুঁথি, চুমকি, কুন্দন ইত্যাদি দিয়ে নকশা করা সালোয়ার-কামিজের চাহিদাও আছে বেশ।

নওদাপাড়া থেকে আসা তরুণী মিষ্টি ও রচনা জানান, তারা পাথর খচিত কামিজ কিনেছেন। সেই সাথে কিনেছে নকশা করা সালোয়ার। অবশ্য দাম একটু বেশি। গেল বছর এই ধরণের পোশাকের দাম ছিল সাড়ে তিন হাজার টাকা। এবার তার দাম নিয়েছে চার হাজার টাকা।

একই কথা জানালেন, ধলা থেকে আসা কলেজছাত্রি রক্তিমা। তিনি কিনেছেন চুৃমকি বসানো মানভি পোশাক। গুণগত মান একই অথচ গেল বছরের চেয়ে এবছর একটু দাম বেশি। বাজার মনিটরিংয়ে প্রশাসনের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না থাকায় দাম বেশি বলে জানিয়েছেন ক্রেতা সাধারণ।

কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক বলেন, বাজার তদারকি না থাকায় ঈদ বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। নিত্য পণ্য যে যার ইচ্ছে মাফিক দরে বিক্রি করছেন। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানও নেই। প্রশাসনের এই নির্লিপ্ততার কারণে ক্রেতা সাধারণ অসহায় হয়ে পড়েছে।

হরিণাকুন্ডুতে সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি, থানায়

অভিযোগ দায়ের

সাংবাদিক সুদিপ্ত সালমকে প্রাননাশের হুমকি দিয়েছেন ২ নং জোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য শলোক মোল্লা। সুদিপ্ত সালাম হরিণাকুন্ডু প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও দৈনিক গ্রামের কন্ঠ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টর হিসাবে কর্মরত আছেন।

জানা যায়, ইউপি সদস্য সলোক মেম্বার প্যানেল চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম বাবু মিয়ার অনুপস্থিতিতে নিজের ইচ্ছামত পরিষদ থেকে সরকারি পাটের বীজ নিয়ে তার ভাই পলোক মোল্লার দোকানে রেখে বিক্রি করছেন, এমন সংবাদের প্রেক্ষিতে সাংবাদিক সুদিপ্ত সালাম ২৩ এপ্রিল বিকেলে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান।

পরে বিকেল ৫◌ঃ০৫ মিনিটে শলোক মোল্লার বিবৃতি নিতে তার নম্বরে ফোন করেন। এরপর সন্ধ্যা ৬◌ঃ৩২ মিনিটে শলোক মোল্লা তার ০১৯১৭২৪০৬১৩ মোবাইল নং থেকে সুদিপ্ত সালামকে ফোন করে অকথ্য গালিগালাজ করেন ও সংবাদ প্রকাশ করা হলে সুদিপ্ত সালামকে মেরে ফেলার হুমকি দেন (রেকর্ড সংরক্ষিত)।

এ বিষয়ে সাংবাদিক সুদিপ্ত সালাম বলেন, আমাকে হত্যার হুমকির প্রেক্ষিতে ইউপি সদস্য সলোক মোল্লার বিরুদ্ধে আমি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছি।

হরিণাকুন্ডু পাট ও বস্ত্র কর্মকর্তা মিঠুন বিশ্বাস জানান, প্রান্তীক চাষীদের মাঝে সার বীজ বন্ঠন করা হয়েছে এই বীজ নিয়ে কেও কোন দুর্নীতি করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হরিনাকুন্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেন, সাংবাদিককে হত্যার হুমকির বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হরিনাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুস্মিতা সাহা বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। পাট কর্মকর্তাকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্হা গ্রহন করা হবে।

হরিণাকুন্ডু প্রেসক্লাবের সভাপতি এম সাইফুজ্জামান তাজু, ঝিনাইদহ

প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান খন্দকার আছিফুর রহমান, কেন্দ্রীয় মহাসচিব মোঃ সুমন সরদার সহ সংগঠনের সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হত্যার হুমকিদাতাকে গ্রেফতারের দাবীতে ও প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে সাংবাদিক সমাজ।

মুজিবনগরে ২১শ টাকা সম্মানী ভাতা পেতে ৫শত থেকে ১ হাজার টাকা ঘুষ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে ২২শ টাকা সম্মানী পাওয়ার জন্য ঘুষ দিতে হয়েছে ৫শ থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত।
এসকল অভিযোগ উঠেছে, বাগোয়ান ইউনিয়ন কমান্ডার আবুল কাশেম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন কমান্ডার আতিকুর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন কমান্ডার সেফাউল হক ও উপজেলা কোম্পানি কমান্ডার জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে।
গতকাল রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে এ নিয়ে বিক্ষোভ করেন আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা। তারা জানান, ৬ শত জন সদস্যর প্রত্যেককে ২১শ ৮৫ টাকা করে দেওয়া হয়। নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করার জন্য দিনপ্রতি ৪৭৫ টাকা আসা-যাওয়া বাবদ ১০০ ও ২৫০ টাকা খাওয়া বাবদ বরাদ্দ থাকলেও সেই টাকা তাদের দেওয়া হয়নি। দায়িত্ব পালনকালে নিজেরাই নিজ খরচে খাবার খেয়েছেন বলে জানান আনসার ভিডিপি সদস্যরা। পরিস্থিতি দেখে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার ও জেলা কামান্ড্যান্ট শাহাদাত হোসেন ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থতি শান্ত করেন।
আনসার সদস্যদের দাবি, নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পেতে ইউনিয়ন কমান্ডারদের খুশি করতে হয়েছে। কারও সাথে ১ হাজার আবার কারও সাথে ৫শ টাকা ঘুষ নিয়েছে ইউনিয়ন কমান্ডাররা। বিনিময়ে আনাসার ভিডিপি সদস্যদের বলা হয়েছে নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন শেষে প্রত্যেককে ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫ শত টাকা করে দেওয়া হবে।